وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

আর তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেও না—তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে। (৬:১৫১)

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا

আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেও না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ। (১৭: ৩২)

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

- অশ্লীলতার পরিচয় ও ধরন..... ১৩
- যিনা ও যিনার প্রকারভেদ..... ২৪
- অশ্লীলতার সূচনা ২৯
- বিজ্ঞাপন ও ফ্যাশন দুনিয়ায় নারীর ব্যবহার..... ৩২
- যৌনতা কীভাবে বিনোদনের মূল উপজীব্য হলো ৩৭
- পর্দাহীনতা: আধুনিকতা—এই ভুল ধারণা কীভাবে ছড়ালো? ৪২
- MY BODY, MY CHOICE দর্শনের সামাজিক বিপর্যয়..... ৪৫
- পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি: পাশ্চাত্যের অন্ধকার বাণিজ্য..... ৪৮
- পর্নোগ্রাফি কেবল পাশ্চাত্য নয়, গোটা বিশ্বের নৈতিকতার ধ্বংসযজ্ঞ ৫২
- বিবাহের হার কমছে, লিভ টুগেদার বাড়ছে: অশ্লীলতার এক ভয়াবহ পরিণতি ৫৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

- নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শন: অশ্লীলতার অন্যতম কারণ..... ৫৭
- মা-বাবার উদাসীনতা, ছেলে-মেয়েদের অশ্লীলতা ৬৩
- অশ্লীলতার মাধ্যমে ইসলামের আধুনিক রূপ দেওয়া..... ৬৭
- অশ্লীলতার জন্ম ও আত্মিক অসাড়তা ৬৯
- অশ্লীলতার রোগ ও অদৃশ্য কারাগার ৭২
- অশ্লীলতা ত্যাগই প্রশান্তির প্রথম ধাপ..... ৭৫

- অশ্লীলতার কারণে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় ৭৯
- অশ্লীলতা—মানুষের আমলের তাওফিক কেড়ে নেয় ৮২
- অশ্লীলতার কারণে জীবন থেকে রিজিক ও বারাকাহ হারিয়ে যায় ৮৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

- যে দিন সে নিজেকে চিনেছিল ৯০
- গানের সুর থামল, অন্তর জেগে উঠল ১০০
- আমার তাবলিগ যাত্রা ১০৫
- শব্দে বন্দী চরিত্র ১১২
- ভালো লাগার সাত-সতেরো ১২১
- বাবার উদ্দেশ্যে সন্তানের চিঠি ১২৫

চতুর্থ অধ্যায়

- নামাজ অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে ১৩১
- আমি প্রহরী ছিলাম না ১৩৫
- গাইরতের মৃত্যু, অশ্লীলতার জন্ম ১৩৯
- লজ্জার ফুল, পাপের কাঁটা ১৪৬
- আমার দ্বারা ফিরে আসা সম্ভব নয়? ১৫১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

- নজর হেফাজত ১৫৬
- দৃষ্টি সংযমে হৃদয় পায় ইবাদতের স্বাদ ১৬০
- কুদৃষ্টিকে মানুষ তুচ্ছ মনে করে ১৬২
- দৃষ্টির তৃষ্ণা অমিট রয়ে যায় ১৬৪
- কুদৃষ্টির ক্ষতি ও কুফল ১৬৭
- নজর হেফাজত করতে নিজের মা-বোনের কথা ভাবুন ১৬৯
- নজর হেফাজতের পুরস্কার ১৭০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

- কেন এই ঘূর্ণি থেকে বের হতে পারছেন না? ১৭৩
- অশ্লীলতার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরক্ষা: আত্মপ্রতারণা থেকে বেঁচে থাকা ১৮০
- দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা: নিজের হিসেব নেওয়া..... ১৮৪
- তৃতীয় প্রতিরক্ষা: সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ১৮৭
- চতুর্থ প্রতিরক্ষা: মন নিয়ন্ত্রণ ১৯২
- পঞ্চম প্রতিরক্ষা: অন্তরের আবর্জনা দূর করা ১৯৫
- ষষ্ঠ প্রতিরক্ষা: চিন্তার পরিবর্তন.....১৯৭
- সপ্তম প্রতিরক্ষা: পরিবর্তন ধরে রাখা ১৯৯
- অষ্টম প্রতিরক্ষা: জান্নাতের স্বপ্ন দেখা ২০২
- নবম প্রতিরক্ষা: কবর ও মরণের কথা স্মরণ করা.....২০৬
- দশম প্রতিরক্ষা: আমলনামা প্রকাশের কথা স্মরণ করা ২১০
- একাদশতম প্রতিরক্ষা: জাহান্নামের আজাবের কথা স্মরণ করা. ২১৪
- দ্বাদশতম প্রতিরক্ষা: স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ২১৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

অশ্লীলতার পরিচয় ও ধরন

فَاحِشَة (ফাহিশা)-এর প্রতিশব্দ অশ্লীলতা। ফাহিশা অর্থ: এমন কথা, কাজ, আচরণ বা প্রদর্শন—যা নৈতিকতা, লজ্জা ও পবিত্রতার সীমা অতিক্রম করে। ইসলামের পরিভাষায় অশ্লীলতা বলতে বোঝায় এমন কোনো কাজ, কথা, পোশাক, আচরণ, চিত্র বা চিন্তা—যা মানুষের লজ্জা ও চরিত্র নষ্ট করে।

ইমাম গাযালী ﷺ বলেন—

> “ফাহিশা হচ্ছে এমন কোনো শব্দ বা কাজ—যা মানুষের লজ্জা ও সংবেদনশীলতাকে ভেঙে তার হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করে।”

সারকথা, অশ্লীলতা হচ্ছে এমন কিছু কথা বা কাজ—যা মানুষকে গুনাহের পথে ধাবিত করে। মানুষের আত্মিক পবিত্রতা নষ্ট করে। চোখের গুনাহ, কানের গুনাহ ও অন্তরের গুনাহ জাগিয়ে তোলে।

এই ব্যাখ্যার পর আল্লাহ ﷻ অশ্লীলতার ব্যাপারে কী বলেছেন, তা দেখলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন—

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

> “আর তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেও না—তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে।”[১]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন—

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا

১. সূরা আল-আন’আম, আয়াত নং: ১৫১

> “আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।”[১]

খেয়াল করুন, এখানে আল্লাহ ﷻ বলেননি ‘ব্যভিচার করো না’। বলেছেন—‘কাছেও যেও না’। এখানে কিছু সূক্ষ্ম বিষয় আছে। এক ধরনের গভীর বার্তা আছে। এই আয়াতের গভীর বার্তায় আমরা বুঝতে পারি—পাপ হঠাৎ করে ঘটে না; ছোটো ছোটো ধাপে, ধীরে ধীরে মানুষ তার দিকে অগ্রসর হয়। চোখ দিয়ে শুরু হয়, কানে পৌঁছায়, মনে গেঁথে যায়, তারপর কাজের রূপ নেয়। তাই মহান আল্লাহ ﷻ মূল কাজের আগেই পথ বন্ধ করে দিতে বলেন—‘তোমরা যিনার কাছেও যেও না’।

কেন যিনাকে ‘ফাহিশা’ বলা হয়েছে, তার ভাষাগত মূলেও একটি গভীর ইঙ্গিত আছে। এই আয়াতে শব্দটি এসেছে—‘ফাহিশাহ’। আরবি ভাষায় ‘ফাহিশা’ এসেছে ‘ফাহাশ’ থেকে। যার অর্থ অশ্লীল আচরণ—যা বন্য প্রাণীর মত। ‘ফাহাশ’ মানে বন্য প্রাণী—যাদের লজ্জা নেই, বিবেক নেই, সংযম নেই। তারা মাঠে-ঘাটে, জনসমক্ষে মিলন করে, নগ্ন ঘুরে বেড়ায়।

আল্লাহ ﷻ যখন বলেন—“নিশ্চয় ব্যভিচার অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ” তখন মূলত বোঝান—এই কাজ পশুত্বের কাজ। চতুষ্পদ জন্তুরা এমনটা করে থাকে। কারণ তাদের বিবেক-বুদ্ধি নেই। সমাজে যখন লজ্জাহীনতা ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ তখন ধীরে ধীরে চতুষ্পদ জন্তুর মতই হয়ে যায়। বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে নোংরামির দিকে ছুটে যায়।

এই আয়াতের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের সমাজের বাস্তবতা মিলিয়ে দেখলে একটি ভয়াবহ সত্য সামনে আসে। আজকের সমাজে এই লজ্জাহীনতার বহর আমরা প্রতিদিন দেখি। ফ্যাশনের নামে উলঙ্গতা, বিনোদনের নামে অশ্লীলতা, স্বাধীনতার নামে লজ্জাহীনতা—সবই এক ধরনের বন্যতা। যেখানে নারীর শরীর পণ্য, পুরুষের দৃষ্টি কামনার দাস—সেখানে মানুষ আর মানুষ থাকে না; ওহাশ হয়ে যায়।

এই কারণেই আল্লাহ ﷻ বলেন—“তোমরা যিনার কাছেও যেও না।” কেননা, এতে প্রথমেই চোখ কলুষিত হয়। তারপর মন। তারপর হৃদয় অন্ধ হয়ে যায়। যখন হৃদয় অন্ধ হয়, মানুষ সত্য চিনতে পারে না, আলোর পথ হারিয়ে ফেলে।

---

১. সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত নং: ৩২

এ আয়াতের পরপরই আল্লাহ ﷻ বলেন—

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

যথাযথ কারণ ছাড়া যাকে হত্যা করতে আল্লাহ ﷻ নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা করো না।[১]

দেখুন কী অসাধারণ সংযোগ। প্রথম আয়াতে বলা হলো—"যিনার কাছেও যেও না।" পরের আয়াতে বলা হলো—"প্রাণ হত্যা করো না।"

অর্থাৎ, অশ্লীলতা শুধু শরীরকে নয়, আত্মাকেও হত্যা করে। যে মানুষ অশ্লীলতার পথে যায়, সে নিজের আত্মাকে ধ্বংস করে। নিজের আত্মাকে হত্যা করে। অন্যকে হত্যা যেমন বড় গুনাহ, তেমনি নিজ আত্মাকে হত্যা করা আরও বড় গুনাহ।

অশ্লীলতা আসলেই আত্মাকে হত্যা করে। যে চোখ হারামে লিপ্ত, যে মন লালসায় নিমজ্জিত, সে ধীরে ধীরে নিজের আত্মাকে মেরে ফেলে। যার আত্মা মরে যায়, সে নামাজে শান্তি পায় না, তার অশ্রু বিগলিত হয় না, আল্লাহর বাণী শুনেও হৃদয় জাগ্রত হয় না।

অশ্লীলতা কেবল যৌনতার সঙ্গেই সম্পর্কিত নয়; এটি আচার-ব্যবহার, ভাষা ও কথার সাথেও সম্পর্কিত। পোশাক, নজর, গান-বাজনা, চলচ্চিত্র, এমনকি চিন্তা ও কল্পনার সাথেও এটি সম্পর্কিত। তাই বলা হয়ে থাকে, অশ্লীলতার দিক অনেক; এর ধরনও বিস্তৃত।

অশ্লীলতা কয়েক ধরনের হতে পারেঃ

১. চিন্তা ও কল্পনায় অশ্লীলতা

অশ্লীলতার প্রথম ধাপ হলো চিন্তা ও কল্পনা। আমরা জানি, মানুষের মনই পাপের প্রথম দরজা। বাহ্যিকভাবে যা কিছু ঘটে, তার সূচনা হয় মনের চিন্তা ও কল্পনা থেকেই। অপবিত্র চিন্তা, হারাম কল্পনা, পরনিন্দা, কুপ্রবৃত্তি—এগুলো অন্তরের অশ্লীলতার রূপ। এগুলো থেকেই পাপ সৃষ্টি হয়। আর বাইরের পাপ তখনই সৃষ্টি হয়, যখন মনের পাপ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায়। আল্লাহ ﷻ বলেন—

১. সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত নং: ৩৩

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন—তোমাদের চোখের চোরাচাহনি ও তোমাদের অন্তরের গোপন বিষয়।"[১]

দেখুন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ ﷻ কী বলেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেছেন—'তিনি তোমাদের অন্তরের সেসব বিষয়ও জানেন, যা তোমরা গোপন করছো।' মানে অন্তরের সকল কামনা-বাসনা, সকল ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা; এমনকি চিন্তা ও কল্পনা—সবই তিনি জানেন। কোনো কিছুই তার অগোচরে নয়; কোনো কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি সবকিছু জানেন, সবকিছু দেখেন।

অনেক সময় আমরা ভাবি, চিন্তা তো খারাপ কিছু না। এটা তো অপরাধ না। আমার চিন্তা আমার বিষয়, এতে তো অন্যের ক্ষতি হচ্ছে না। তাহলে এটা অপরাধ হয় কীভাবে? এই ভাবনাটা অনেকের। এই ভাবনাকে সামনে রেখেই অনেকে অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে। তারা মনে করে, এটা কোনো অপরাধ নয়। অথচ এটা যে অপরাধ—এ নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এটা অপরাধ এজন্য যে, পাপের শুরুটা হয় চিন্তা থেকেই। অপরাধের বীজ বপন করা হয় চিন্তার মাধ্যমেই। এজন্যই একটা কথা আমি বারবার বলি—চিন্তা-ই অপরাধ, চিন্তা-ই পাপ (খারাপ চিন্তা)। কেননা, চিন্তা যখন হারাম পথে যায়, আত্মা তখন কলুষিত হয়। চিন্তা যখন হয় পরনারীর কল্পনা, পরনারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কিংবা পর্নোগ্রাফিতে ভেসে ওঠা দৃশ্য—তখন এটা সুস্পষ্ট অশ্লীলতা। তাই, যখনই খারাপ চিন্তা আসবে, চিন্তা থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। যদি এই চিন্তা এবং কল্পনা জারি রাখেন, তবে এটাই হবে চিন্তা ও কল্পনার অশ্লীলতা। আর যদি চিন্তা বাদ দেন, চিন্তার পরিবর্তন করেন, তাহলে এটাই হবে সফলতা। এমন সফলতা, যা আপনার উভয় জগতের জন্য কল্যাণকর হবে।

নবি করিম ﷺ বলেন—

> আল্লাহ ﷻ "আমার উম্মতদের অন্তরে উদিত ওয়াসওয়াসা (পাপের চিন্তা ও কল্পনা) মাফ করে দেন, যতক্ষণ না সে তা কাজে পরিণত করে কিংবা মুখে বলে।"[২]

---

১. সূরা গাফির, আয়াত নং: ১৯

২. সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ২৫২৮

এ হাদিসের বার্তা সুস্পষ্ট। এখানে অস্পষ্ট কোনো বার্তা নেই। এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি—চিন্তা আসা অপরাধ নয়; কিন্তু সেই চিন্তাকে আঁকড়ে ধরা, মনে মনে কল্পনা করে তা উপভোগ করা—এটা অপরাধ এবং এটাই অন্তরের অশ্লীলতা। এই ধরনের চিন্তা যদি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিহত না করা হয়, তবে তা ধীরে ধীরে চোখ, কান ও শরীরের পাপে রূপ নেবে।

একটি উদাহরণ দিই। ধরুন আপনি একা একা শুয়ে আছেন। গভীর রাত। হঠাৎ আপনার কল্পনায় একটি মেয়ে ভেসে উঠল। তার মুখের হাসি, তার মুখের সৌন্দর্য—সবকিছুই অন্তরচোখে ফুটে উঠল। তার সাথে মনে মনে কথা বলা শুরু করলেন। কল্পনায় সম্পর্ক স্থাপন করলেন। অতঃপর, তাকে নিয়ে ডুব দিলেন অশ্লীলতার গভীর তলদেশে।

অশ্লীলতা এমনই। এটা প্রথম দিকে নরম স্রোতের মতই আসে। এই স্রোত যদি প্রথমেই থামিয়ে দেওয়া যায়, ভালো। আর যদি থামানো না যায়, এক সময় এটাই তীব্র জোয়ারে পরিণত হয়। তখন এই জোয়ার থামানো, এবং নিজেকে রক্ষা করা অনেকাংশেই কঠিন হয়ে পড়ে।

তাই, অশ্লীলতার প্রথম প্রতিরোধ হলো চিন্তা ও কল্পনা নিয়ন্ত্রণ করা। মনকে হারাম চিন্তা থেকে ফিরিয়ে রাখা। অন্তরকে আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত রাখা। এবং মনকে প্রতিটা মুহূর্তে পবিত্র ও স্বচ্ছ রাখা। বলা বাহুল্য—যার মন পবিত্র, তার শরীর ও চোখ পবিত্র। যার মন অপবিত্র, তার সবকিছুই অপবিত্র। কেননা, পাপের কেন্দ্রবিন্দু মনের এই অশ্লীল ও হারাম চিন্তা।

২. দৃষ্টির অশ্লীলতা

অশ্লীলতার দ্বিতীয় ধাপ হলো দৃষ্টির অশ্লীলতা। চোখ হলো মানুষের অন্তরের দরজা। অন্তর যা কিছু কল্পনা করে, তার জোগান দেয় এই দৃষ্টি। দৃষ্টির মাধ্যমেই অন্তর তার কল্পনার খোরাক পায়। আর এই দুইয়ের সাহায্যেই অশ্লীলতা ও পাপের সূচনা হয়। এজন্যই তো ইসলামে বারবার নজরের হেফাজতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। যার নজর হেফাজত, তার অন্তর পবিত্র; যার অন্তর পবিত্র, সে সকল পাপ ও অশ্লীলতা থেকেও পবিত্র। কিন্তু দৃষ্টির এই পবিত্রতা নষ্ট হয় তখনই—যখন চোখ হারামের দিকে ধাবিত হয়।

আল্লাহ ﷻ বলেন—

> "মুমিন পুরুষদের বলো—তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয়ই তারা যা করে, আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।"[১]

এর পরের আয়াতেই আল্লাহ ﷻ নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন—

> "মুমিন নারীদের বলো—তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে।"[২]

এই দুই আয়াতে এটাই বোঝানো হয়েছে—অশ্লীলতার প্রথম ধাপ ঠেকাতে হলে দৃষ্টি সংযম অপরিহার্য। দৃষ্টির অশ্লীলতা শুধু নারীর দিকে তাকানো নয়; এতে আছে পর্নোগ্রাফি দেখা, টিকটক বা সোশ্যাল মিডিয়ায় হারাম কনটেন্ট উপভোগ করা, সিনেমা বা বিজ্ঞাপনে অশ্লীল দৃশ্য দেখে আনন্দ নেওয়া। উপরে উল্লিখিত সবগুলোই দৃষ্টির অশ্লীলতা।

অনেকে মনে করেন—ইবাদত করলেই সব ঠিক আছে। আপনি নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, নিয়মিত ইবাদত-বন্দেগীতেও অংশ নেন। কিন্তু যখন একা থাকেন, তখন হারাম ভিডিও দেখেন। তখন হয়তো মনে করেন—আমি তো নামাজ পড়ি, ছোটো একটি ভিডিও দেখলে কীই-বা হবে! ভাবেন, ভিডিও দেখে তো কারও ক্ষতি করছি না। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন—ভিডিও দেখে অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে, সেই ক্ষতিটা আপনার নিজেরই।

আপনার এই ভাবনাকে ভুল প্রমাণ করার জন্যই আলেমরা বলেন, অশ্লীল বা হারাম ভিডিও দেখলে আত্মা অপবিত্র হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এই অপবিত্র আত্মা হারাম দৃশ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর সেই নির্ভরশীলতাই এক সময় মানুষকে পাপকাজে আসক্ত করে ফেলে।

এ কারণেই আল্লাহ ﷻ এই অঙ্গগুলোর ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করে বলেন—

> "নিশ্চয়ই শ্রবণ, দৃষ্টি ও অন্তর—এর প্রত্যেকটির ব্যাপারেই সে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৩]

---

১. সূরা আন-নূর, আয়াত নং: ৩০
২. সূরা আন-নূর, আয়াত নং: ৩১
৩. সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং: ৩৬

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আপনার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিসাব নেওয়া হবে। কোন অঙ্গ কী কাজে ব্যবহার করেছেন, কীভাবে ব্যবহার করেছেন—সবকিছুর জবাব দিতে হবে। জিজ্ঞেস করা হবে, আপনি চোখ দিয়ে কী দেখেছেন? কোথায় তাকিয়েছেন? কী উপভোগ করেছেন?

তখন আপনি কী উত্তর দেবেন?

মনে রাখবেন, চোখ হলো আত্মার আয়না। এই আয়না যদি নোংরায় ভরে যায়, অন্তর কখনোই পবিত্র থাকতে পারে না। অন্তরকে পবিত্র রাখতে হলে এই আয়না থেকে নোংরা দৃশ্য মুছে ফেলতে হবে।

৩. জবানের অশ্লীলতা

মানুষের চরিত্র তিনটি অঙ্গের মাধ্যমে বেশি ফুটে ওঠে—চোখ, অন্তর এবং জবান। অশ্লীলতা এই তিন জায়গাতেই জন্ম নিতে পারে। অশ্লীলতা শুধু চোখ বা অন্তরেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি জবানেও হয়। মানুষের মুখের শব্দই তার অন্তরের প্রতিফলন। অন্তর যদি নোংরা হয়, মানুষের জবানও নোংরা কথা বলে। জবান যদি নোংরা হয়, তার অন্তরও নোংরা চিন্তা লালন করে। তাই তো ইসলামে অশ্লীল, অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ ভাষাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> "মু'মিন কখনো দোষারোপকারী, নিন্দাকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল ও কটুভাষী হতে পারে না।"[১]

এই শিক্ষার আলোকে আমাদের বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে আমরা কী দেখি? এই চিত্রগুলো অহরহ দেখি। অথচ, একজন মুমিনের মুখে অশ্লীল ও কদর্যপূর্ণ ভাষা শোভা পায় না। গালি দেওয়া, অশ্লীল কথা বলা—এগুলো কোনো মুমিনের কাজ হতে পারে না। এগুলো নিষিদ্ধ এবং গর্হিত কাজ। এগুলোর মাধ্যমেই সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায়।

আজকের সমাজে অশ্লীল বাক্যের বহুমাত্রিক রূপ দেখা যায়। অনেকে এটাকে ফ্যাশন, ফান কিংবা মজার ছলে ব্যবহার করে। চিন্তা করেন, আমরা কী পরিমাণ পতনের শিকার যে—সুস্পষ্ট গুনাহ এবং অশ্লীল কথা ও কাজ এখন 'আধুনিক ফ্যাশনে' পরিচয় লাভ করছে।

---

১. জামে'আত তিরমিযি, হাদিস নং: ১৯৭৭

অশ্লীল বাক্যের কিছু উদাহরণ:

- অশালীন কৌতুক বা যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ রসিকতা।
- গালি দেওয়া বা কারও সম্মানহানি করা।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খারাপ মন্তব্য করা।
- রাগের মুহূর্তে কটু কথা বলা।
- কারও শরীর নিয়ে ঠাট্টা করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে, অথবা চুপ থাকে।[১]"

আমাদের উচিত সব সময় ভালো কথা বলা। যদি ভালো কথা বলতে পারি তাহলে বলব; অন্যথায় চুপ থাকব। তবুও এমন কথা বলব না, যা ভাইরাসের মত সমাজে অশ্লীলতা ছড়াবে। এমন কথা বলব না, যা অন্যকে আঘাত করবে, অন্যকে কষ্ট দেবে।

যে মুখ দিয়ে আপনি দুআ করেন, কুরআন পড়েন, আল্লাহকে স্মরণ করেন—সেই মুখে অশ্লীলতা মানায় না। এটা সুন্দর দেখায় না। এটা কোনো মুমিনের কাজ হতে পারে না।

বাক্যের শালীনতা আসলে চরিত্রের পরিচায়ক। যার অন্তর পবিত্র, তার জিভও পবিত্র। অতএব, অশ্লীলতার এই রূপ থেকেও নিজেকে বাঁচাতে হবে। শব্দগুলো হতে হবে পরিচ্ছন্ন, নম্র ও পবিত্র। যেমনটা ছিল নবিজির ﷺ জিভে। তিনি কখনো কাউকে কটু কথা বলেননি, কখনো কাউকে অভিশাপ দেননি।

৪. পোশাক ও সাজসজ্জার অশ্লীলতা

একজন মানুষের পোশাকই বলে দেয় সে কেমন চিন্তা ও আদর্শে বিশ্বাসী। পোশাকই বলে দেয় সে কতটা শালীন এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কিন্তু মানুষের নৈতিকতা বদলে গেলে, সেই পোশাকই বিপরীত অর্থ বহন করতে শুরু করে। আজ পোশাকই হয়ে

১. সহিহ বুখারী, হাদিস নং: ৬০১৮

অশ্লীলতার সূচনা

অশ্লীলতা নতুন কোনো সমস্যা নয়। এটি আজকের যুগেই নয়, পূর্বের যুগেও মানুষের সমাজ ও অন্তরকে প্রভাবিত করেছে। তবে তখনকার অশ্লীলতার রূপ ও ধরন ছিল ভিন্ন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাথমিক যুগ থেকেই এটি ছিল। মানুষকে নৈতিকভাবে দুর্বল করে সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। বিশেষ করে জাহিলিয়্যাতের যুগে এর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। সেই সময় মানুষের চিন্তা-চেতনা, আচরণ ও সমাজবিন্যাসে অশ্লীলতার ছায়া ছিল গভীর। পরবর্তী যুগে অশ্লীলতার রূপ, বিস্তার ও প্রকাশের মাধ্যম পরিবর্তিত হয়েছে। প্রতিটি যুগে এটি নতুনভাবে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছে।

ইতিহাস ঘাটলে আমরা অশ্লীলতার বিভিন্ন রূপ ও পরিচয় দেখতে পাই। বিভিন্ন ঘটনা ও অধ্যায় বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়—সমাজের নৈতিক অবক্ষয় এবং মানুষের অন্তরের দুর্বলতার সঙ্গে এই অশ্লীলতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অশ্লীলতার প্রভাবে সমাজে নানা ধরনের অবক্ষয় দেখা দেয়—সামাজিক অবক্ষয়, মানবিক অবক্ষয় এবং পারিবারিক অবক্ষয়। অর্থাৎ, মানুষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও অশ্লীলতার ছোঁয়ায় পুরো সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আগেকার যুগে অশ্লীলতাকে কেবল নৈতিক বিচ্যুতিই নয়; বরং অশ্লীলতাকে এক ধরনের ট্রামকার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হতো। প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার জন্য অশ্লীলতাকে একটি পরিকল্পিত অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগানো হতো। এটি ছিল তাদের প্রচলিত গোপন কৌশল।

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, বহু যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করতে তাদের সামনে উপস্থিত করা হতো খোলামেলা পোশাক পরিহিত নারীদের। তারা নাচ-গান করত। অশালীন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সৈন্যদের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নিত। এতে যোদ্ধাদের দৃঢ়তা নরম হয়ে যেত, তাদের মনোবল ভেঙে পড়ত। যুদ্ধক্ষেত্রে যে মানসিক স্থিরতা ও মনঃসংযোগ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন—তা এই অশ্লীলতার আঘাতে মুহূর্তেই ক্ষয় হয়ে যেত। ফলে, শত্রুপক্ষ

অশ্লীলতার কারণে জীবন থেকে রিজিক ও বারাকাহ হারিয়ে যায়

আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষই আছে, যারা কঠোর পরিশ্রম করে। দিনের পর দিন খেটে যায়। দিনকে রাত করে, রাতকে দিন। এত পরিশ্রম, এত সাধনা; তবুও তাদের জীবনে বরকত থাকে না। একবেলা খেলে আরেক বেলা না-খেয়ে থাকতে হয়। রিজিকে সংকীর্ণতা, জীবনে দেখা দেয় বরকতহীনতা।

কখনো কি ভেবে দেখেছেন—কঠোর পরিশ্রম করার পরও কেন মানুষের জীবনে বারাকাহ আসে না? কেন রিজিক বৃদ্ধি পায় না? কেন শান্তি নামক সেই কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি তার আত্মার সাথে জুড়ে না? এর মূল কারণ হতে পারে অশ্লীলতার সাথে জুড়ে থাকা। অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকা। তার কাজ থাকে, আয় থাকে, টাকাও আসে। কিন্তু টাকা তার হাতে থাকে না। রিজিক বৃদ্ধি পায় না। টানাপোড়েন লেগেই থাকে। সাফল্য আসে না, শান্তিও আসে না। মাঝে মাঝে সে ভাবে, শান্তি আর বারাকাহ যেন তার জীবন থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। ফলে, নেমে আসে হতাশা, দেখা দেয় দুঃখ আর ক্লান্তির ছাপ।

এই কথা স্বীকৃত যে, যারা পাপের দিকে ঝুঁকে আছে, অশ্লীল কাজে লেগে আছে, তাদের রিজিক হ্রাস পায়। অশ্লীলতা অনুপাতে তার জীবন থেকেও বারাকাহ হারিয়ে যায়। কারণ পাপ ও অশ্লীলতা দুনিয়ার দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় হলেও আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ক্ষতিকর এবং ঘৃণিত।

মানুষ যখন অশ্লীল চর্চায় সময় নষ্ট করে, তখন তার চেতনা ও মন নষ্ট হয়ে যায়। মন ও মননে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। আর এই পরিবর্তন জীবন থেকে বারাকাহ কেড়ে নেয়।

একটা বাস্তব উদাহরণ দিই।

সুপরিচিত একজন ব্যবসায়ী। কমবেশি সবাই উনাকে চেনে। তার সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই তার ব্যক্তিজীবনে পরিবর্তন আসে। অফিসে তার মন টিকে না। কাজে মনোযোগ আসে না। ঘরে এসে মানসিক শান্তি মিলে না।

অর্থাৎ, মানুষ পাপকাজের জন্যই তার প্রাপ্য রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়। যা পাওয়ার কথা, তা-ও পায় না। যে রিজিক আসার কথা, তাও মাঝপথে এসে থেমে যায়। রিজিক তার কাছে আসার পথে যখন জানতে পারে, সে অশ্লীল কাজে জড়িত, পাপকাজে ব্যস্ত; তখন রিজিক মাঝপথে এসে দাঁড়িয়ে যায়। তার কাছে আসতে চায় না। কারণ রিজিক জানে, সে অপবিত্র। আর পবিত্র জিনিস অপবিত্র জায়গায় আসতে সংকোচবোধ করে।

আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—যারা সব সময় অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকে, হারাম পথে উপার্জন করে, যেমন, অভিনেতা ইত্যাদি—তাদের কাছে কেন রিজিক আসে? এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা দরকার। আসলে তাদের পাওয়া 'টাকা' প্রকৃত রিজিক নয়। তারা অপবিত্র অবস্থায় হারাম পথে উপার্জন করছে। যে টাকা তারা উপার্জন করছে, সেটা আল্লাহর দৃষ্টিতে ফিতনা। একজন পবিত্র ও সৎ মানুষের জন্য যে উপার্জন রিজিক, একজন অপবিত্র ব্যক্তির অনৈতিক রোজগার হলো ফিতনা। এই হারাম টাকা পেয়েই সে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে চলে যায় এবং এক সময় পুরোপুরি পাকড়াও হয়ে যায়।

আল কুরআনেও এ ব্যাপারে স্পষ্টবার্তা এসেছে। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> "আর যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে তাদের ওপর বরকতসমূহ খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। কাজেই তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলাম।"[১]

এই আয়াতটিও স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, ঈমান ও ত্বাকওয়া অবলম্বন না করলে বরকত কমে যায়। আর এই বরকত কমে যাওয়া রিজিক সংকোচনের কারণ।

কুরআন ও হাদিসের বার্তা থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারি যে, রিজিক সংকুচিত হওয়ার কারণ হচ্ছে অশ্লীলতা এবং অত্যধিক পাপ। এই অশ্লীলতার কারণেই আমাদের জীবনের সময়, শক্তি ও অর্থের অপচয় হয়। আমাদের যা আছে তা পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে পারি না। বরকত চলে যায়, রিজিকও কমে আসে। যা পাই, তা-ও অপ্রতুল মনে হয়।

বরকত হারানোর সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো—মানুষ কখনোই শান্তি পায় না, জীবনটা বিরক্তিকর হয়ে যায়। তাই বলব, যদি চান আপনার জীবন হোক স্বস্তিপূর্ণ,

---

১. সূরা আরাফ, আয়াত নং: ৯৬

বাবার উদ্দেশ্যে সন্তানের চিঠি

আসসালামু আলাইকুম।

বাবা, খুব জানতে ইচ্ছে করে আপনি কেমন আছেন। জানি ভালো আছেন, তবে এই চিঠিটা পাওয়ার পর কতটুকু ভালো থাকতে পারবেন—এটা ভেবেই আমার মনে এই প্রশ্নের উদ্রেক।

সামনাসামনি তো কতবারই জানতে চেয়েছি আপনি কেমন আছেন। কখনো দূর থেকে জানতে চাওয়া হয়নি। ভাবলাম, আপনাকে আজ একটি চিঠি দিই। এই চিঠির মাধ্যমে আমি আপনার কাছে আমার মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা বার্তাগুলো পৌঁছে দিই।

বাবা, আজ অনেক কষ্ট নিয়ে আপনাকে এই চিঠিটা লিখছি। এই চিঠি লিখতে গিয়ে আমাকে থামতে হবে, ভাবতে হবে, কাঁদতেও হবে। তবুও আমি থেমে যাব না। আমি আমার কলম চালিয়ে যাব। যতক্ষণ না আমার মনের কথা শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কলম থামবে না। যদি কলমের কালিও ফুরিয়ে যায়, রক্ত দিয়ে হলেও চিঠি সম্পন্ন করব। কেননা, মাঝেমধ্যে মনে হয়, আমার রক্তের চেয়েও আমার মনের কথাগুলো বেশি মূল্যবান।

জানেন বাবা, আমার শরীর থেকে যদি একবিন্দু রক্তও বেরিয়ে যায়, আপনারা ছুটে আসেন। রক্ত থামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই দৃশ্য আপনাদের কষ্ট দেয়। কিন্তু আমার হৃদয়ে যে কথাগুলো জমে আছে, যে দীর্ঘশ্বাসগুলো বুকের ভেতর গুমরে মরে—তা কখনো শোনার প্রয়োজন মনে করেন না। কখনো জানতেও চান না—আমার অনুভূতির ধরন কী। আপনারা যেন ভুলেই গেছেন—আমিও অনুভূতিসম্পন্ন একজন মানুষ।

বাবা, আমি আমার এই ছোট্ট অন্তরকে রক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছি। মনের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছি। কিন্তু আর কত লড়াই করব? লড়াই তো শেষ হচ্ছে না। মাঝেমধ্যে মনে হয়—আমি শুধু আমার মনের বিরুদ্ধেই লড়াই করছি না; লড়াই করছি পুরো সমাজের বিরুদ্ধে। কেননা, এই সমাজটাই যেন আজ অশ্লীলতার বীজ বপন করছে। এই সমাজের হাত ধরেই যেন অশ্লীলতা ছড়িয়ে যাচ্ছে। বারবার মনে হয়, তারাই আমাকে হারামের দিকে টানছে, হারামের দিকে ডাকছে। আমিও তো মানুষ—সজ্ঞাগতভাবে দুর্বল। কখন জানি তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে হারামে ডুবে যাই—এই ভয়েই কাঁদি সারাক্ষণ।

বাবা, আপনি একবার আমাকে বলেছিলেন—'জীবনে যাই করো, সততা হারিও না, শালীনতা হারিও না, চরিত্র নষ্ট করো না।' আপনার এই কথাটা আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করার চেষ্টা করছি। চেষ্টা করছি নিজেকে হেফাজত রাখতে। সততার সাথে নিজের চরিত্র ঠিক রাখতে। কিন্তু আর কত? আর কতকাল, আর কত বেলা? আজকাল আপনার সেই কথাগুলো পালন করা অনেক কঠিন হয়ে গেছে। চারপাশে শত শত উদাহরণ আছে। অনেক মানুষ আছে, যারা নিজের শালীনতা, লজ্জা, আদব—সব ভেঙে ফেলছে। আর আমি? এখনও প্রতিনিয়ত নিজের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছি। মন বলে, ধৈর্য ধরো, আল্লাহর পথে থাকো। কিন্তু হৃদয় বলে, আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, আর পারছি না।

বাবা, ক্লান্ত হৃদয় নিয়ে আমি বিপাকে পড়ে গেছি। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে পারছি না। এই হৃদয় দিনে দিনে তার স্বচ্ছতা হারাচ্ছে, পবিত্রতা হারাচ্ছে। কিন্তু আমি তো চাই না, হৃদয়ের পবিত্রতা নষ্ট হোক। আমি তো চাই না, তার স্বচ্ছতা হারিয়ে যাক।

বাবা, আমি কিছুতেই চাই না আশপাশের এই নব্য ফিতনা আমাকে ছুঁয়ে যাক। আমি চাই না সমাজে বিস্তার লাভ করা এই অশ্লীলতা আমাকে গ্রাস করুক। আমি চাই নিজেকে ঠিক রাখতে। আমি চাই

একটু কল্পনা করুন। মৃত্যু একদম আপনার সামনে। প্রাণ বেরিয়ে গেল। চারদিকে হইচই শুরু হলো। কেউ বলছে, অমুক মারা গেছে!—সংবাদ ছড়িয়ে পড়ছে মুহূর্তেই। মসজিদের মাইকে ঘোষণা হচ্ছে আপনার মৃত্যুর খবর। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই ছুটে আসছে আপনাকে দেখতে। আপনি নিথর দেহ হয়ে পড়ে আছেন। কোনো নড়াচড়া নেই। কোনো অনুভূতি নেই। কেউ আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে। কেউ আপনাকে দেখতে না পেয়েই হাহাকার করছে। কেউ পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করছে। কেউ দুআ করছে—"আল্লাহ, মাফ করে দিন।"

এতদিন যাকে নিয়ে কেউ কথা বলত না, ঘরের মানুষও যাকে অবহেলা করত, আজ তাকে নিয়েই পুরো সমাজ সরব। আজ আপনার নাম উচ্চারিত হচ্ছে প্রতিটি মুখে মুখে। সবাই বলছে—একবার দেখে আসি। অথচ, জীবিত থাকতে কেউই এমন করে দেখতে আসেনি। কেউ খোঁজ নেয়নি, পাশে বসেনি, আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেনি—"কেমন আছেন?"

কিন্তু আজ? যখন আপনি বিদায় নিয়েছেন, তখন সবার মন নরম হয়ে গেছে। সবার টনক নড়ে উঠেছে। সবাই এসেছে শেষবারের মতো দেখতে। শুধু এক নজর, এক দৃষ্টি—তারপর মাটির নিচে আপনি একা।

কল্পনা করুন, সেই মুহূর্ত যখন আপনাকে শেষ গোসল করানো হচ্ছে। এর আগে বহুবার নিজে নিজে গোসল করেছেন। কিন্তু এখন অবস্থাটা আলাদা—রাজকীয়। নিজ হাতে পানি ঢালতে হচ্ছে না, নিজ হাতে গা ডলতে হচ্ছে না। মানুষ আপনাকে গোসল করাচ্ছে যত্নসহকারে। গোসল শেষে আপনাকে সুগন্ধি মাখানো হচ্ছে। আপনাকে পরানো হচ্ছে সাদা, নতুন এবং সুন্দর পোশাক। এই পোশাকেই আপনাকে রওনা দিতে হবে নতুন জগতের দিকে। এমন এক জগৎ, যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে। যেখানে অপেক্ষা করছে নতুন রহস্য, নতুন চিত্র, নতুন বাস্তবতা।

কল্পনা করুন, সবাই আপনাকে খাটিয়ায় তুলে নিলো। কাঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে গোরস্থানের পথে এগিয়ে গেল। আপনার জানাজার নামাজ হলো। এতদিন আপনি অন্যের জানাজায় শরিক হয়েছেন, আজ মানুষ আপনাকে সামনে রেখে নামাজ পড়ছে। আপনার জন্য দুআ করছে।

নামাজ শেষে আপনাকে কবরে নামানো হলো। মাটি খোঁড়া হয়েছে। সেই মাটির ভেতর আপনার দেহটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখা হচ্ছে। চারপাশ নিস্তব্ধ। বাতাসের হালকা শব্দ, মানুষের কান্না—সব আস্তে আস্তে থেমে যাচ্ছে। কেউ আপনার মুখে মাটি ছুড়ছে, কেউ আপনার গায়ে। কেউ পড়ছে দুরুদ, কেউ করছে দুআ, আর কেউ কেউ বলে উঠেছে—"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"

আপনাকে মাটি চাপা দিয়ে সবাই চলে গেল। যার যার ঘরে ফিরে গেল। কেউ আর আপনার পাশে রইল না। আপনি কেমন আছেন, কেমন লাগছে—তা নিয়ে কারও কোনো চিন্তা নেই। কারণ সবাই জানে, এটাও এক বাস্তবতা। এই পথেই সবাইকে একদিন যেতে হবে।

এখন আপনি একা। ঠান্ডা, অন্ধকার, নিঃশব্দ সেই গহ্বরের মধ্যে একা শুয়ে আছেন। আশেপাশে কেউ নেই। নেই কোনো প্রিয়জন। নেই আলো। নেই বাতাস। নেই মোবাইল, নেই কণ্ঠস্বর। কেবল আপনি আর আপনার আমলনামা।

একটু ভাবুন সেই মুহূর্তের কথা, যখন ফেরেশতারা এসে প্রশ্ন করবে—

"তোমার রব কে?"

"তোমার দ্বীন কী?"

"তোমার নবী কে?"

যদি আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন, মুক্তি মিলবে। আর যদি না পারেন, শুরু হবে ভয়াবহ শাস্তি। ফেরেশতারা লোহার হাতুড়ি দিয়ে আপনাকে প্রহার করবে। সেই আঘাতের তীব্রতা এতটাই হবে যে—আপনার চিৎকার পুরো কবর ভরিয়ে তুলবে। কিন্তু কেউ শুনবে না। কেউ এগিয়ে আসবে না।

তারপর কবর সংকুচিত হতে থাকবে। এমনভাবে চেপে ধরবে যে, হাড়গুলো একে অপরের সঙ্গে জুড়ে যাবে। বুকের হাড় পাঁজরের সঙ্গে, পাঁজর মেরুদণ্ডের সঙ্গে। এক মুহূর্তে কবরের সেই অন্ধকার গহ্বর হয়ে উঠবে অসহনীয় যন্ত্রণার স্থান।

কী ভয়ংকর অবস্থা, কী ভয়াবহ সেই মুহূর্ত। যে মুহূর্তে মানুষ বুঝবে—সব শেষ। কিন্তু আসলে তখনই শুরু হবে নতুন এক বাস্তবতার। এই আজাবের সম্মুখীন কারা হবে জানেন? তারা, যারা পবিত্র থাকত না। বারবার পাপে লিপ্ত হতো। শরিয়তের